রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহাতে তাঁহার রাজধানী করিয়াছিলেন।

ফ্রীজন্ জাতীয় পিলপ্‌স নামক এক জন নবদেশবাসির পুত্র এট্রিয়স্ গ্রীস্‌দেশে বসতি করিয়া মাইসিনি এবং আর্গস্ রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন।

পিলপ্‌স আত্ম ঐশ্বর্য্য ও গুণ এবং সম্বন্ধ দ্বারা গ্রীস্‌দেশের দক্ষিণাংশে এমত পরাক্রমী হইয়াছিলেন যে তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থানের নাম পিলোপনিসস্ হইয়াছিল। আর্গস্‌রাজ্যের রাজার সহিত তাঁহার এক কন্যার বিবাহ হইয়াছিল এবং ঐ কন্যার গর্ভজাত ইউরিস্‌থিয়স্ নামক এক পুত্র যিনি ডেনেয়ন্ রাজবংশের শেষ রাজাছিলেন তিনি এটিকাদেশের এক যুদ্ধে কাটা পড়িয়াছিলেন। পিলপ্‌স আত্ম অবর্ত্তমান হওন সময়ে আপন মাতুলকে তদ্দেশাধিপত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া পর্সিয়সের পৌত্র হর্কি উলিসের সন্তানদের প্রাপ্যরাজমুকুট বলক্রমে লইয়াছিলেন ঐ পর্সিয়স্ গ্রীস্‌দেশের উত্তরাংশে পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র এগামেম্‌নন্ পিলোপনিসসের উপর অত্যন্ত পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং গ্রীস্‌দেশের মধ্যে অতি ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। যখন ট্রয় নগর আক্রান্ত হইয়াছিল তখন তিনি গ্রীস্‌দেশস্থ সৈন্যদিগের সেনাপতি হইয়াছিলেন।

খ্রীষ্টজন্মের ১১৯০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পৌত্র টিসামিন

সের রাজ্য শাসন সময়ে হরকিউলিসের সন্তানেরা পিলোপ নিসস্ নামক স্থান জয় করিয়া লইয়াছিলেন তৎপরে আর্গস্ রাজ্যে এক রাজাধিপত্য লোপহইয়া প্রজাপ্রভুত্বক হইয়াছিল।

॥ এথেন্‌স নগর ॥

খ্রীষ্টজন্মের ১৫৫৬ বৎসর পূর্ব্বে মিসর জাতীয় সিক্রপ্‌স নামক এক ব্যক্তি মিসর দেশ হইতে কতক গুলিন লোক আনিয়া এথেন্‌স নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

তিনি প্রজাগণের মধ্যে ব্যবস্থা ও সুরীতি সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং ঐ রাজ্য দ্বাদশাংশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক অংশে এক২ জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

থিসিয়স্ নামক রাজা ঐ সকল ক্ষুদ্র২ প্রদেশকে একত্র করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে এথেন্‌স প্রধান নগর ছিল। তিনি সকলের উপর রাজকীয় শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন আর তাঁহাহইতে এটীকাদেশে সুখ ও সুরীতি হইয়াছিল।

খ্রীষ্টজন্মের ১১০৪ বৎসর পর্য্যন্ত এথেন্‌স নগর রাজার দ্বারা শাসিত হইত পরে কোড্রস্ নামক শেষ রাজা পিলোপ নিসস্‌বাসিদের সহিত যুদ্ধ করণে কাটা পড়িয়াছিলেন।

তাঁহার পুত্র মিডন্ প্রথম শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া

ছিলেন। শাসনকর্ত্তা যাবজ্জীবনপর্য্যন্ত ঐ প্রকার শাসন করিবেন এইরীতি ঐ রাজ্যে প্রায় ৩০০ বৎসর ছিল কিন্তু খ্রীষ্টজন্মের ৬৪ বৎসর পূর্ব্বে চেরাপ্স্ নামক বিচারাধ্যক্ষ দশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজা হইয়াছিলেন এবং তৎপরে আর ছয় জন রাজা ঐ প্রকার রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহার পর খ্রীষ্ট জন্মের ৮৪ বৎসর পূর্ব্বে রাজারা এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেকে ঐ প্রকার রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন পরে ঐ রাজ্যে নয় জনের এককালে কর্তৃত্ব হইয়াছিল তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি সকলের উপর প্রধান হইয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও তৃতীয় ব্যক্তি সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন আর ছয় জন রাজশাসনের অংশী ছিলেন এবং বিচারও করিতেন।

এই প্রকার পরাক্রম বিভাগ করাতে অত্যন্ত বিরোধ হইয়াছিল যখন ড্রেকো বিচারাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন তখন ঐ বিরোধ ভঞ্জনার্থে কতক নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সকল ব্যবস্থা দ্বারা ক্ষুদ্র কিম্বা মহৎতাবৎ দোষিদিগকে বধের আজ্ঞা হইয়াছিল।

সকল দৃঢ় ব্যবস্থাতে কেবল স্বীয় তাৎপর্য্য নষ্ট করে ইহার দৃষ্টান্ত এই যে কোন সামান্য ব্যক্তির অল্পমুদ্রা চুরি গেলে তিনি চোরের প্রতি নালিষ করেন নাই কেননা চোরেরা বেত্রাঘাতের পরিবর্ত্তে ফাঁসী যায়।

ড্রেকোর ব্যবস্থায় দেশের সুধারা না হওয়াতে খ্রীষ্টজন্মের

৫৯৪ বৎসর পূর্ব্বে সোলন্ নামক এক ব্যক্তি কতক গুলিন নূতন ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তিনি লোকদিগকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তিন অংশের লোকেরা জমিদার ও ধনী ছিল এবং তাঁহাদিগকে বিচার করণে নিযুক্ত করাগিয়াছিল এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগকে অশ্বারোহণে এবং প্রধান পদাতিক কর্ম্মে নিযুক্ত করাগিয়াছিল ও সাধারণ লোকেরা চতুর্থাংশে নিযুক্তছিলেন তাঁহারা বিচারাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিতেন আর দেশের তাবৎ বিষয়ে সম্মতি প্রদান এবং পঞ্চাইৎ কর্ম্ম করিতেন তৎভিন্ন তাঁহারা সামান্য পদাতিকের ও নাবিকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন ॥

অধিকন্তু সোলন্ এক মহাসভা স্থাপিত করিয়াছিলেন সেই সভায় পাঁচশত লোক নিযুক্ত ছিল তাহার মধ্যে পঞ্চাশ জনকে প্রতিবৎসর নগরের দশঅংশের এক২ অংশহইতে মনোনীত করিয়া আনাযাইত এবং সোলন্ আরিওপেগস্ নামক এক বিচারস্থান সংস্থাপিত করিয়াছিলেন ঐ স্থানে পুনর্বিচার হইত ও পূর্ব্বে যাঁহারা আর্কন্ পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা ঐ আদালতে বিচারাধ্যক্ষ হইতেন ॥

সোলনের মৃত্যুর পরেই পিসিট্রেটস্ নামক একজন এথেন্স নিবাসি মহৎলোক প্রধান বিচারাধ্যক্ষ পদে চিরস্থায়িরূপে নিযুক্ত হইলেন এবং তিনি মরিলে পর হিপিয়স্ ও হিপার্কস্ নামক তাঁহার দুই পুত্র তৎকর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন

হিপার্কস্ হত হইলে এবং হিপিয়স্ পারস্দেশে পলায়ন করিলে এথেন্স দেশের রাজশাসন প্রজাপ্রভুত্বক হইয়াছিল।

ডেরাইয়স্হিষ্টাস্পিসের রাজ্য সময়ে পারস্দেশের এক দল সৈন্য এটিকা দেশ আক্রমণ করিয়া মেরাথন্ নামক স্থানে যুদ্ধ করিয়াছিল ঐ যুদ্ধে মিল্টাইডিস্ এথেন্স নিবাসিদের সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া ঐ পারস্ সৈন্যদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

তৎপরে যখন পারস্দেশের রাজা জরাক্সেস্ এথেন্স দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন এথেন্সদেশস্থেরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় জাহাজে গমন করিয়াছিল এবং সেলামিস্ নামক স্থানে পারস্ দেশীয়দের সহিত জাহাজে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের জাহাজের বহর নষ্ট করিয়াছিল।

পারস্দেশস্থ সৈন্যেরা গ্রীস্দেশ হইতে পলায়ন করিলে পর লেসিডিমনস্থ লোকেরা এবং এথেন্সবাসিরা পরস্পর প্রাধান্য নিমিত্ত বিবাদ করিয়া এক যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছিল অবশেষে লেসিডিমনস্থ লোকেরা ২৭ বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া খ্রীষ্টজন্মের ৪০৪ শাল পূর্ব্বে এথেন্স নগর লুট করিয়া লইয়াছিল।

এই যুদ্ধের পর এথেন্স নগরস্থ লোকেরা গ্রীস্দেশে রাজকীয় প্রধান কর্ম্ম করিতে নিরস্ত হইয়া বিদ্যা ও জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

।। ইস্পার্টা কিম্বা লেসিডিমন্ নগর ।।

ইস্পার্টা লেকোনিয়া দেশের প্রধান নগর ছিল লেলেক্সা নামক এক ব্যক্তি খ্রীষ্টজন্মের ১৭০৪ শাল পুর্ব্বে ঐ নগর পত্তন করিয়াছিলেন।

ঐ নগরীয় টিণ্ডার্স বাদ্শাহের দুই কন্যা ছিল তাহার এক জনের নাম ক্লাইটেম্নেষ্ট্রা ও অন্যের নাম হেলেন্ ইহা দিগের বিবাহ এগামেম্নন্ ও মেলানসের সহিত হইয়াছিল এবং এই নিমিত্তে মেনালস্ ট্রোজন্ যুদ্ধের সময়ে ইস্পার্টা নগরের রাজা হইয়াছিলেন।

হর্কিউলসের পুত্রেরা পিলোপনিসস্ নামক স্থান জয় করিবাতে তাহাদের এক সৈন্যাধ্যক্ষ এরিষ্টোডিমস্ লেসি ডিমোন নগরের রাজা হইয়াছিলেন তিনি যমজ দুই পুত্র রাখিয়া মরিয়াছিলেন ঐ যমজ পুত্র দ্বয় এক সময়ে রাজত্ব করিয়াছিল।

ঐ দেশে তৎকালে রাজ পরাক্রম বিভক্ত হওয়াতে এবং প্রকৃত ব্যবস্থার অভাব হওয়াতে তদ্দেশে গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছিল এই নিমিত্ত লাইকর্গস্ নামক এক ব্যক্তি তদ্দেশে সদ্ব্যবস্থার আবশ্যকতা বুঝিয়া এক নূতন ব্যবস্থা স্থির করিতে মনস্থ করিলেন।

লাইকর্গসের অভিপ্রায় এই ছিল যে লোকেরা আপন উপকার পরিত্যাগ করিয়া দেশের উপকার করণার্থে সুশিক্ষিত হইবে আর যে তাহারা সন্ধিকালীন উত্তম লোকের মত ব্যবহার করিবে ও যুদ্ধে পারগ হইবেক ইহাও তাঁহার মনস্থ ছিল।

লাইকর্গস্ এই সকল মনস্থ করিয়া নগরস্থ তাবৎ লোকদিগকে ভূমি সমভাগ করিয়া দিয়াছিলেন এবং লৌহ মুদ্রা চলিত করিলেন আর বাণিজ্য স্থকিত রাখিলেন না এবং দাসদেরকেবল শিল্প কর্ম্ম করিতে দিলেন। সকল লোকেরা প্রকাশ্য স্থানে সাধারণ খাদ্যদ্রব্য একত্রে খাইবেক আর সকল লোকেই প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য আবশ্যক হইলেই কর্জ্জ দিতে বাধিত হইবে এবং রাজ্যের বালকেরা রাজব্যয়ে শিক্ষা পাইবে এবং ক্ষীণ ও কুৎসিত শিশুদিগকে টেজিটস্ নামক পর্ব্বতে নিক্ষেপ করা যাইবে ও বালকেরা পরস্পর যুদ্ধ করিবেক এবং তাহাদিগকে অত্যন্ত বেত্রাঘাত করাযাইবে আর গ্রীষ্মে ও শীতে তাহাদিগকে রাখিয়া যাতনা দিবে এবং তাহারা সকল শক্ত ক্রীড়া করিবে আর ও বালিকারা প্রকাশ্য রূপে উলঙ্গ হইয়া অত্যন্ত শীতকালে দৌড়িতে এবং মুষ্ট্যাঘাত করিতে ও কুস্তি করিতে শিক্ষা পাইবে তিনি এই সকল আজ্ঞা করিয়াছিলেন।

ত্রিশজন লোক এবং দুই রাজা ঐ দেশশাসন করিতেন কিন্তু তদ্দেশস্থ লোক দ্বারা রাজকর্ম্ম নির্ব্বাহকেরা নিযুক্ত হইতেন ঐ ত্রিশজন লোক যে সকল ব্যবস্থা উত্থাপন করিত তাহা লোকেরা স্বীকার কিম্বা অগ্রাহ্য করিত।

ইহার ১৫০ বৎসর পরে ঐ ত্রিশজন লোকের পরাক্রম খর্ব্ব করিবার নিমিত্তে প্রতি বৎসর পাঁচজন বিচারাধ্যক্ষকে লোকেরা আপন দল হইতে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিত ঐ পাঁচজন বিচারাধ্যক্ষকে ইফোরাই বলা যাইত।

গ্রীস্‌দেশে ইস্পার্টাস্থ লোকেরা প্রাধান্যের নিমিত্ত এথন্‌স বাসিদের সহিত বিবাদ করিয়াছিল এবং পিলোপনিসিয়ন্‌ যুদ্ধের পর ইস্পার্টাস্থ লোকেরা প্রধান হইয়াছিল।

থিবস্‌ রাজ্য নিবাসিরা দুইবার ঘোরতর যুদ্ধে লেসিডিমনস্থ লোকেরদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের প্রাধান্য ধ্বংস করিয়াছিল।

॥ থিবস্‌ রাজ্য ॥

খ্রীষ্টজন্মের ১৪৯৩ শালে কেড্‌মস্‌ নামক একজন দ্বৈধকর্ম্মী ফিনিসিয়া নামক দেশহইতে আসিয়া বিওসিয়াদেশের প্রধান রাজধানী নগর থিবস্‌কে সংস্থাপন করিয়াছিলেন

তিনি স্বদেশহইতে এক বর্ণমালার পুস্তক আনিয়া গ্রীক্ দিগকে শিক্ষা করাইয়াছিলেন।

থিবস্‌দেশের রাজশাসন গ্রীস্‌দেশের অন্যরাজ্যের ন্যায় প্রথমতঃ এক রাজার অধীনে ছিল কিন্তু শীঘ্র ঐ সকল রাজ্যের ন্যায় ঐ নগরের রাজশাসন অল্পলোকের অধীনে থাকিল। বহুকালপর্য্যন্ত ঐ নগরকে লোকেরা রাজ্য বলিয়া জ্ঞান করিত না।

লেসিডিমনস্থ লোকেরা থিবস্ নগরের রক্ষক ছিল কিন্তু যখন তাহারা তন্নগরে অবিচার ও অত্যাচার করিয়াছিল তখন ঐ নগরস্থেরা তাঁহাদের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্ট জন্মের ৩৭৯ শাল পূর্ব্বে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

যখন লেসিডিমনস্থ লোকেরা থিবস্ নগরস্থ লোকদের প্রতি যুদ্ধার্থে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল তখন থিবস্ নিবাসিদের পিলপিডাস্ এবং ইপামিনণ্ডস্ নামক দুই সেনাপতি খ্রীষ্টজন্মের ৩৭১ বৎসর পূর্ব্বে লিওক্‌ট্রা নামক স্থানে তাহাদিগকে যুদ্ধে সমুদয় রূপে পরাজয় করিয়াছিল।

তৎপরে থিবস্ নিবাসিরা পিলোপনিসস্ নামক স্থান আক্রমণ করিয়াছিল এবং মেণ্টিনিয়া নামক স্থানে লেসিডিমনস্থ লোকদিগকে পুনর্ব্বার পরাস্ত করিয়াছিল কিন্তু ইপামিনণ্ডস্ হত হইলে তাহাদের জয়করণ স্থকিত হইল এবং

সেই যুদ্ধে কেবল এই ফল হইয়াছিল যে সকল দলস্থেরা ক্ষীণ হইয়া লেসিডিমনস্থ লোকদের অধীন হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল।

॥ মেসিডন্ দেশ ॥

হর্কিউলসের বংশোদ্ভব কেরানস্ নামক এক ব্যক্তি মেসিডন্ রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

গ্রীস্‌দেশের সহিত ঐ রাজ্যের নিকটসম্পর্ক ছিল না কেননা তাহা থেসিলিদেশের উত্তরে স্থাপিত ছিল এবং ঐ রাজ্যে সভ্যতার বৃদ্ধি অতিঅল্প ছিল এবং আমিণ্টসের পুত্র ফিলিপ্ রাজার রাজত্ব করণের পূর্ব্বে ঐ রাজ্যকে গ্রীস্‌দেশের রাজ্য কদাচিৎ বোধকরাযাইত।

ফিলিপ্ নামক রাজপুত্র অতিসাহসী ও পারগ ছিলেন তিনি ক্রমে২ উত্তরদেশসকল হস্তগত করিতে লাগিলেন এবং থিবস্ ও এথেন্স নগরস্থ লোকদিগের যুদ্ধে মগ্ন হইয়া তাহারদিগকে ও তাহাদের বন্ধুগণের দিগকে খ্রীষ্টজন্মের ৩৩৮ বৎসর পূর্ব্বে কেরোনিয়া নামক স্থানে এক মহা যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

যখন পুনঃ সন্ধি হইল তখন ফিলিপ্ গ্রীস্‌দেশের কাপ্‌তেন্ জেনেরল্ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং যে সময়ে পারস্‌দেশ আক্রমণ করণে তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন সেই সময়ে তিনি গুপ্ত রূপে কাটা পড়িয়াছিল্লেন।

আলেক্‌জেণ্ডর পিতৃমরণানন্তর গৌরবাকাঙ্ক্ষী ও গ্রীক্‌দের কাপ্‌তান্ জেনেরল্ এবং মেসিডন্ রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। থিবস্ নগরবাসিরা এথেন্‌স নগরবাসিদের সাহায্য পাইয়া মেসিডন্ রাজ্যবাসিদের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু আলেক্‌জেণ্ডর ঐ নগরবাসিদের পরাজিত করিয়া সমুদয় নষ্ট করিয়াছিলেন।

এই রূপে আলেক্‌জেণ্ডর গ্রীস্‌দেশে নির্ভয় হইয়া এসিয়া মাইনরে এক দল সৈন্য চালাইলেন এবং এসিয়াদেশনিবাসি লোকদিগকে তিনবার নিয়মিত যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন ইহাতে তিনি পারস্ রাজ্য অধীন করিয়াছিলেন তৎপরে তিনি ব্যাক্‌ট্রিয়াদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং তদ্দেশ অধিকার করণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় পোরস্ রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন পরে পাঞ্জাবের রাজারা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার সৈন্যেরা গঙ্গাতীর দিয়া যাইতে অসম্মত হইলে পর আলেক্‌জেণ্ডর নিয়ার্কস্ নামক এক ব্যক্তির অধ্যক্ষতায়

কতক সৈন্য সিন্ধুনদী দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং আপনি ও ঐ সিন্ধু নদী তীরদিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন।

জাহাজের বহর ইণ্ডিয়ান্ মহাসাগর প্রবেশ করণ পূর্ব্বক পারস্ হ্রদের তীর দিয়া তাহার মোহনায় গিয়া বহ্বরা দেশে প্রবেশ করিয়াছিল আলেকজেণ্ডর সিন্ধুদেশের বন উত্তীর্ণ হইয়া ঐ দেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন খ্রীষ্টজন্মের ৩২৩ বৎসর পূর্ব্বে বেবিলন্ নগরে ৩৩ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

আলেকজেণ্ডরের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান সেনাপতিরা প্রথমতঃ তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া রাজ্যকরিয়াছিল কিন্তু শেষে তাঁহারা স্বাধীন রাজা হইলেন তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ ও যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে গ্রীস্দেশের লোকেরা শীঘ্র আর একবার স্বাধীন হইয়াছিল।

পিলোপনিসস্ দেশের অনেক রাজ্যস্থেরা একেয়াদেশের ঐক্য নগরবাসিদের সহিত মিল্ করিয়াছিল এই হেতুক খ্রীষ্ট জন্মের ২৮০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ মিলনের নাম একেয়ানলিগ্ হইয়াছিল এই সকল রাজ্যের ঐক্যতাতে ঐ দেশের স্বাধীনতা রক্ষা হইয়াছিল।

খ্রীষ্টজন্মের ১৪৭ বৎসর পূর্ব্বে একেয়ান্মিল্ এবং গ্রীস্ দেশের স্বাধীনতা রোমাণেরা ভঙ্গ করিয়াছিল।

জনশ্রুতি আছে যে পূর্ব্বকালের গ্রীস্‌নিবাসিরা কিম্বা পিলাস্‌জিয়ানেরা প্রায় এক ব্রহ্মোপাসক ছিল কিন্তু মিসর ও ফিনিসিয়া দেশহইতে যে সকল লোক ঐ দেশবাসার্থে আসিয়াছিল তাহাদের দ্বারা এইক্ষণে বহুদেবার্চ্চনের মত সংস্থাপিত হইয়াছে এবং গ্রীকেরা আপনাদের বুদ্ধি প্রভাবে অন্য কতক দেবতার্চ্চন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে প্রধান২ দেবতা এই যথা পৃথিবী ও স্বর্গের দেবতা জুপিটর এবং সমুদ্রের দেবতা নেপ্‌চুন্‌ নরকের দেবতা প্লুটো। সূর্য্যদেবকে তাঁহারা উত্তম শিল্প বিদ্যার দেবতা বলিয়া এপোলা নামে পূজা করিত। অগ্নির দেবতা ভল্‌কেন্‌ এবং যুদ্ধের দেবতা মার্য ও জুপিটরের স্ত্রীর নাম জুনো ছিল। আর সৌন্দর্য্যের দেবীভিনস্‌ ও বিদ্যার দেবী মিনর্ভাকে পূজা করিত। হর্কিউলিসের তুল্য প্রধান২ ব্যক্তিদিগকে দেবতাদের ন্যায় মানিত। পর্ব্বতও নদী এবং বনপ্রভৃতির মনুষ্যাকারের ন্যায় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহারা পূজা করিত। তাহারা যাহাকে ভাল জ্ঞান করিত তাহাকে দেবতা বলিত এবং নয়জন কাব্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে সকল শিল্পবিদ্যার কর্ত্রী বলিত।

দৈববাণী ও স্বীয় বুদ্ধির অগম্য বিষয় এবং দ্যূতক্রীড়া দ্বারা গ্রীক জাতীয় ধর্ম্ম অত্যন্ত খ্যাত ছিল। কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার নিমিত্তে দৈববক্তাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার

প্রত্যুত্তর তিনি কঠিন ভাষাতে কহিতেন। ইপাইরস্ দেশস্থ ডডনা নগরে একজন সর্ব্বাপেক্ষায় প্রাচীন দৈববক্তা ছিলেন কিন্তু ডেল্‌ফাই নগরস্থ এপলোর মন্দিরেতে সকল অপেক্ষায় এক স্ত্রী বিখ্যাত দৈববক্ত্রী ছিলেন বোধ হয় যে তিনি এপলোর সাহায্যে যথার্থ প্রত্যুত্তর করিতেন। বুদ্ধির অগম্য বিষয়ে সিরিস্ দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা গিয়াছিল এই সকল বুদ্ধির অগম্য বিষয়ক মন্ত্র যে সকল ব্যক্তিরা শিক্ষা করিয়াছে তদ্ব্যতিরেকে অন্যের নিকটে প্রকাশ করা যাইত না যদি তাহাদের মধ্যে কেহ ব্যতিক্রম করিত তবে তাহাকে বধ করা যাইত ধর্ম্মের বিষয়ে ও খাদ্য নিমিত্তে এবং ক্রীড়া সম্বন্ধীয় নানা প্রকার দ্যুত ক্রীড়া হইত। ইলিস্‌দেশে অলিম্পিয়া নগরে যে ক্রীড়া হইত তাহা সর্ব্বাপেক্ষায় বিখ্যাত। গ্রীস্‌দেশের চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা পদব্রজে কিম্বা শকটে সেই স্থানে আসিত তথায় তাহারা মুষ্টি যুদ্ধ ও মল্লক্রীড়া করিত তাহাতে যে ব্যক্তি জয়ী হইত সে পত্রের মুকুট পাইত এবং তাহার নাম প্রস্তরে খোদন করিয়া রাখিত ঐ অলিম্পিক্ ক্রীড়া চারিবৎসর অনন্তর হইত এবং গ্রীকেরা তাহাকে কাল নিরূপন বিদ্যার আদি জ্ঞান করিত আর ঐ অলিম্পিক্ ক্রীড়া দ্বারা শকের গণনা করিত। খ্রীষ্টজন্মের ৭৭৬ বৎসর পূর্ব্বে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রথমে স্থাপিত হয়।

গ্রীস্‌দেশের অনেক রাজ্যের রাজশাসন এক রাজার

অধীনে ছিল তৎপরে এথেন্‌স নগরে রাজশাসন প্রজার অধীন হইয়াছিল। গ্রীস্‌ দেশে অনেক রাজ্যের মহৎলোকের সহিত সামান্যপ্রজাদের ক্রমিক বিবাদ হইয়াছিল এবং যখন যাহারা পরাজিত হইত তখন তাহারা তাড়িত কিম্বা হত হইত।

গ্রীকেরা সকল জাতি অপেক্ষায় বিদ্যাচর্চ্চায় প্রধান ছিল। এসিয়াদেশস্থ লোকদের নূতন বাসস্থানে প্রথম বিদ্যা বৃদ্ধি হয় কিন্তু অবশেষে এথেন্‌স নগর বিদ্যার প্রধান স্থান হইয়াছিল। খ্রীষ্টজন্মের ৯০০ বৎসরের পূর্ব্বাবধি অদ্যপর্য্যন্ত হোমর নামক কবির কবিতা অদ্বিতীয় রূপে প্রচলিত আছে প্রায় সেই সময়ে হিসিয়ড্‌ এবং তৎপরে অন্য২ গ্রন্থকর্ত্তারা কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন সোলোনের সময়ে থেস্‌পিস্‌ নামক এক ব্যক্তি নাটকরচনা করিয়াছিলেন এবং খ্রীষ্ট জন্মের পূর্ব্বে ৪০৬ শালাবধি ৪৫৬ বৎসর পর্য্যন্ত ইস্কাইনস্‌ ও সফোক্লিস্‌ ও ইউরিপিডিস্‌ এবং আরিস্টফেনিস্‌ এই কএক ব্যক্তিরা ঐ নাটক বিদ্যা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বে ৪৫০ বৎসরাবধি ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত হেরোডোটস্‌ ও থিউসিডাইডিস্‌ এবং জেনোফন্‌ এই কএক জনের ইতিহাস বিষয়ক চর্চ্চা সিদ্ধি হইয়াছিল এবং ঐ সময়ের বহুকাল পরে পলিবিয়স্‌ ও ডাইডোরস্‌সিকিউলস্‌ ও এরিয়ন্‌ এবং প্লুটার্ক ঐ ইতিহাসবিদ্যার চর্চ্চা করিয়া

ছিলেন এতদ্ভিন্ন গ্রীকেরা সদ্বক্তৃতাতে আত্ম প্রাধান্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা লোকেরা বশীভূত হয় গ্রীস্‌দেশের সকল সদ্বক্তার মধ্যে ডিমস্থিনিস্‌ প্রধান ছিলেন।

বহুকালাবধি গ্রীস্‌দেশে বিদ্যা প্রচলিত ছিল এবং সোলোনের সময়ে তিনজন প্রধান পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন তাহার কিছু দিন পরে পিথাগোরস্‌ জন্মিয়াছিলেন তিনি পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তিনি হিন্দুদিগের যোগের ন্যায় লোকেরদিগকেধ্যান শিক্ষা করাইয়াছিলেন খ্রীষ্টজন্মের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে সকৃটিসের মৃত্যুর পর বিদ্যার অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল সকৃটিস্‌ এক শুদ্ধ নীতি শাস্ত্র এবং বিচার করিবার যথার্থ ধারা গ্রীস্‌দেশে প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার পর প্লেটো ও আরিষ্টাটল্‌ এবং জেনোফন্‌ এই কএক জন গুণজ্ঞ ব্যক্তি জন্মিয়াছিলেন তাঁহারদিগকে একাডিমিক্‌ বলাযাইত ফিরো নামক এক ব্যক্তি নাস্তিকের বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন জিনো ও এরিষ্টিপস্‌ এবং ইপিকিউরিয়স্‌ এই কএক ব্যক্তিরা স্বস্বমতের পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। মনুষ্যের প্রধান চেষ্টা কি ইহা অন্বেষণ করণের নিমিত্ত এই সকল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল গ্রীস্‌দেশের প্রথম অবস্থায় তদ্দেশীয়েরা ক্ষেত্রপরিমাপক বিদ্যায় মনোযোগ করিয়াছিল এবং সোলোনের সময়ে থেলিস্‌ নামক এক ব্যক্তি সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণ গণনা করিয়াছিলেন পিথাগোরস্‌ গ্রহাদির

গতির যথার্থানুভব করিয়াছিলেন এবং প্লেটোর মতাবলম্বি লোকেরা ক্ষেত্রপরিমাপক বিদ্যা অভ্যাস করিয়াছিলেন। আলেক্‌জেণ্ড্রীয়া নগরে টল্‌মিদের অধ্যক্ষতায় প্রাশস্ত্যের পরিমাণবিদ্যা অধিক প্রচলিত ছিল। সেই স্থানে ইউক্লিড্‌ নামক এক ব্যক্তি জন্মিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরে ইরাটোস্থিনিস্‌ ও এপোলোনিয়স্‌ এবং অন্য২ গুণবান্‌ ব্যক্তিরা জন্মিয়াছিলেন খ্রীষ্টজন্মের ২০৮ বৎসর পূর্ব্বে সিসিলি দেশে গ্রীক জাতীয় অত্যন্ত বিদ্বান্‌ এক জন জন্মিয়াছিলেন তাঁহার নাম আর্কিমিডিস্‌।

গ্রীকেরা চিত্রবিদ্যা ও বাদ্যবিদ্যা ও ভাস্কর বিদ্যা এবং গৃহাদি নির্ম্মাণ বিদ্যাতে শ্রেষ্ঠ ছিল কিন্তু এইক্ষণে গ্রীস্‌দেশে উত্তম২ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণকবিদ্যা ব্যতিরেকে ঐ সকল বিদ্যার চিহ্ন কিছুই নাই তথায় তিন প্রকার রীতিতে গৃহাদি নির্ম্মাণ হইত যথা ডোরিক্‌ ও আইওনিক্‌ এবং করিন্‌থিয়ন্‌ আর ইউরোপে অদ্যাবধি ঐ প্রকারগৃহাদি নির্ম্মাণ করণ প্রচলিত আছে।

ইস্পার্টা নগরস্থ লোক এবং ইউরোপের পশ্চিম দিগের সমুদ্রতীরস্থ লোক ব্যতিরেকে গ্রীকেরা ধৈর্য্যশীল এবং প্রণয়ী ও বুদ্ধিমান্‌ ছিল কিন্তু তাহারা প্রতিহিংসক ও কুনীতি বিশিষ্ট ছিল তাহারা পরস্পর সর্ব্বদাই বিবাদ করিত এই নিমিত্তে প্রথমতঃ মেসিডোনের অধীন হইয়া পরে

রুমের অধীন হইয়াছিল। গ্রীকেরা ইউরোপের অনেক উপকার করিয়াছিল গ্রীস্ দেশের গ্রন্থকর্ত্তাদের পুস্তক সকল আরব্য ভাষাতে অনুবাদ হওয়াতে পশ্চিমে বিদ্যার উর্থাপন হইয়াছিল গ্রীক্ ভাষার এবং বিদ্যার অল্পদিন চর্চ্চা হওয়াতেই বিদ্যার রস আরম্ভ হয় ইতি।

।। দ্বিতীয় পাঠ ।।

ক্যামিলিয়ন্ নামক জন্তুর বিবরণ ।।

প্রকাশিত দ্রব্যের গুণজ্ঞ ব্যক্তিরা ক্যামিলিয়ন্ নামক জন্তুর অনেক বিবরণ লিখিয়াছেন এই জন্তু আপন ইচ্ছানুসারে শরীরের ভিন্ন২ স্থানে এবং ভিন্ন২ কালে আর অন্য২ কারণে বর্ণের পরিবর্ত্ত করে। আফ্রিকা দেশে ও ভারতবর্ষে ইহার জন্ম হয় এতদ্ভিন্ন ইউরোপের দক্ষিণাংশেও ইহাকে পাওয়া যায়। এই জন্তু নির্দোষী এবং ক্ষুদ্র২ কীট ভক্ষণ করিয়া কাল যাপন করে তন্নিমিত্তে তাহার জিহ্বার অতিআশ্চর্য্য গঠন ও তাহার শরীর এক হস্ত পরিমিত তাহার মুখের অগ্রভাগ নলাকৃতি দীর্ঘ তৎপ্রযুক্ত তাহারা ক্ষুদ্র২ জন্তুদিগকে অনায়াসে

ধরে এবং কাষ্ঠভেদক পক্ষির ন্যায় তদুপরি জিহ্বা নিঃক্ষেপ করে আর ঐ আহার দ্রব্য ওষ্ঠগত হইবামাত্রেই জিহ্বা সম্বরণ করে। এই জন্তু অনেক দিনপর্য্যন্ত অনাহারে থাকিতে পারে লোকেরা সচরাচর কহিয়া থাকে যে ক্যামিলিয়ন্ জন্তু বাতাস খাইয়া বাঁচে।

ফর্ব্বস্ নামক এক বিবরণ বক্তা আপন ওরিএণ্টল্মেম্‌ইর্স নামক পুস্তকে এই জন্তুর উত্তম বিবরণ লিখিয়াছেন আর তিনি কহিয়াছেন যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক বনে এই জন্তু সচরাচর পাওয়া যায়। তিনি প্রকৃত রূপে এই জন্তুর বর্ণনা করিয়াছেন আর একটা ঐ জন্তুকে অনেক দিবসপর্য্যন্ত আপন বাটীতে রাখিয়াছিলেন। ঐ জন্তুর লাঙ্গূল আছে এবং সেই জন্তু নয় ইঞ্চি দীর্ঘ ও তদর্দ্ধেক প্রশস্ত যখন তাহারা উদর স্ফীত করে তখন ঐ স্ফীততার অনুসারে প্রশস্তের বৃদ্ধি হয়। তাহার মস্তক মৎস্যের ন্যায় শরীরের সহিত সংযুক্ত এইজন্তুর অবয়বের তাবৎ দ্যোয় কেবল চক্ষুর সৌন্দর্য্য প্রযুক্ত আচ্ছাদিত হইয়াছে ইহার গোলচক্ষু অদৃশ্য আলের উপর চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে ঐ চক্ষু তাহার মস্তকোপরি গর্ত্তমধ্যে আছে ঐ মণ্ডলের ছিদ্রমধ্য দিয়া চক্ষুর উজ্জ্বল তারা দৃশ্য হয় ঐ তারা হরিদ্রাবর্ণরেখায় বেষ্টিত আছে সেই চক্ষুর আশ্চর্য্য গঠন এবং তাহার ঘূর্ণনপ্রযুক্ত সম্মুখ ও পশ্চাৎস্থিত এবং পার্শ্ববর্ত্তি তাবৎ মনুষ্যকে তাহারা

দেখিতে পায় আর তাহারা এক চক্ষু স্থির করিয়া অন্যচক্ষু ঘুরাইয়া ঐ সকল দিক্‌স্থিত লোককে দর্শন করিতে পারে। সেই চক্ষুর্দ্বয় রক্ষার্থে নয়নের উপরিভাগে শক্ত মাংস আছে এবং তাহার কপাল ও নাসিকাপর্য্যন্ত স্থানে আর এক খান মাংস আছে তাহার মুখ বৃহৎ ও তাহার দন্ত আছে। তাহার জিহ্বা সচ্ছিদ্র হস্তিশুণ্ডের ন্যায় ঐ জিহ্বা স্বকীয় শরীরার্দ্ধ পরিমিত তাহার আহার কীটপতঙ্গাদি কিন্তু তাহা ছোঁ মারিয়া ধরে তাহারা নখ কিম্বা লাঙ্গুল দ্বারা বৃক্ষের ডাল ধরিয়া ঝুলে।

যে ক্যামিলিয়ন্ জন্তু আমার নিকটে ছিল তাহার সবুজবর্ণ গাত্র ও তাহাতে নীলরঙ্গ বিন্দু২ ছিল কখন২ তাহা পরিবর্ত্ত হইয়া পীত ও রক্ত পীত মিশ্রিত বর্ণ হইত যখন সে ক্রোধ করিত কিম্বা তাহার নিকটে কুক্কুর আসিত তখন ঐ বর্ণ স্পষ্টবোধ হইত আর তাহার শরীরও স্ফীত হইত এবং তাহার চর্ম্ম কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় পীত ও কৃষ্ণবর্ণ এবং যে গৃহে সে থাকিত সেই ঘরে এক খান কৃষ্ণবর্ণ তক্তা ছিল তাহার নিকটে সে কদাচিৎ আসিত না। অকস্মাৎ যদি সেই তক্তার নিকটে সে জন্তু আইসে এবং কৃষ্ণবর্ণ টুপী যদি সেখানে রাখা যায় তবে সে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া মৃতবৎ হওয়াতে তাহার অস্থিমাত্র সারহয় এবং যখন তাহা স্থানান্তর করা

যায় তখন তাহার ঐ বর্ণের পরিবর্ত্তন হঠাৎ হয় এবং তাহার শরীরও অতিবৃহৎ হয় ইতি।

॥ তৃতীয় পাঠ ॥

যথার্থের বিবরণ।

একসিটর দেশে ইস্কট্ নামক এক সাহেব বিষয় কর্ম্ম করণে প্রায় ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন ঐ দেশে যাথার্থিক রূপে তিনি অতিবিখ্যাত ছিলেন এবং নিয়মিত পরিশ্রম করিয়া ক্রমে২ বহু ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন অনেক বৎসর পর্য্যন্ত ডিভন্ এবং কর্ণওয়াল্ দেশের ভেটেরা খানার অধিকারিরা বিশেষ রূপে জানিত যে কোন দিবসে এবং কোন সময়ে তাহাদের ভেটেরাখানায় তিনি আসিবেন। তাঁহার মরণের অল্পদিন পূর্ব্বে এক ব্যক্তি কর্ণওয়াল দেশে ভ্রমণ করিতে২ পোর্ট্ইজক্ নামক স্থানে এক ক্ষুদ্র ভেটেরাখানায় ভোজনার্থে উপস্থিত হইলে তথাকার অধিকারী কর্ণওয়াল্দেশভ্রমণকারিকে ভোজনার্থে খাদ্য দ্রব্যের এক ফর্দ্দ দিলেন কিন্তু ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য তিনি অগ্রাহ্য করিলেন এবং এক উত্তম পাতিহাঁস তথায় সিদ্ধ হইতেছিল

তাহা দেখিয়া কহিলেন যে আমি উহাই ভক্ষণ করিব তাহাতে ঐ ভেটেরাখানার অধিকারী প্রত্যুত্তর করিল যে আমি এই পাতিহাঁস তোমাকে দিতে পারিব না কেননা ইহা এক্‌সিটর দেশের ইস্কট্ সাহেবের নিমিত্তে প্রস্তুত হইতেছে ইহাতে ভ্রমণকারী কহিলেন যে ইস্কট্ সাহেবের সহিত আমার প্রণয় আছে এবং ঐ সাহেব এইক্ষণেও তোমার বাটীতে নাই তাহাতে ঐ অধিকারী কহিল যে এইক্ষণে আমার বাটীতে তিনি নাই ইহা সত্য বটে কিন্তু ছয়মাস গত হইল তিনি এই স্থানে আসিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান দিবসের ঠীক দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময়ে এক পাতিহাঁস প্রস্তুত করিতে আমাকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন ইতোমধ্যে ঐ ইস্কট্ সাহেব প্রায় দুই প্রহর দুই ঘণ্টার পাঁচ মিনিট্ থাকিতে ঐ স্থানে উপনীত হইলেন তাহা দেখিয়া ঐ কর্ণওয়াল্‌দেশভ্রমণকারী চমৎকৃত হইলেন ইতি।

।। চতুর্থ পাঠ ।।

দীর্ঘজীবির বিবরণ।

ওয়ারসা গেজেট নামক সমাচার পত্রে লিখিত হইয়াছে যে ডিমিটিরিয়স্ গ্রাবস্কি নামক একজন পশুপালক

লিথিউনিয়া দেশের অন্তঃপাতি পোটরস্কি নামক স্থানে ১৬৯ বৎসর বয়ঃক্রমে মরিয়াছেন এবং প্রায় ঐ বয়ঃক্রমে জেন্‌কিন্‌স সাহেব ইংগ্লণ্ড দেশে মরিয়াছেন আর বৃদ্ধ পার সাহেব প্রায় ১৫২ বৎসর পর্য্যন্ত জীবদ্দশায় ছিলেন। কথিত আছে যে গ্যাবস্কি নামক ব্যক্তি ১২০ বৎসর বয়ঃক্রম বিশিষ্ট এক পুত্র রাখিয়া মরিয়াছেন। পোলণ্ড দেশে এক জন স্ত্রীলোক ১২৪ বৎসর বাঁচিয়াছিল এবং অল্পদিনহইল যুশেফ্‌রেম নামক একজন কাফ্রী ১৪৬ বৎসর বয়ঃক্রমে মরিয়াছিলেন ইতি।

পঞ্চম পাঠ।

তুরুক্‌ দেশের মুদ্রাযন্ত্রের বিবরণ।

সিন্ধুনদীর নিকটে ভারতবর্ষ এবং পারস্‌ দেশের মধ্যস্থলে কাবোলরাজ্য আছে এই রাজ্যের এবং আফ্‌গান্‌ জাতিদের বিবরণ মৌণ্টইস্টুয়ারট্‌ এল্‌ফিষ্টন্‌ সাহেব লিখিয়াছেন ঐ বিবরণমধ্যে নেক্‌পিখাইল্‌ জাতির এই আশ্চর্য্য বিবরণ

লিখিয়াছেন তাহারা ঐ স্থানের অন্যং জাতির ন্যায় মুসলমান্ ধর্ম্ম মান্য করে কিন্তু তাহারা এমত অসভ্য ছিল যে মনুষ্যের পুস্তক পাঠ করা অকর্ত্তব্য কর্ম্ম বোধ করিত।

একজন মোল্লা কোরান্ নকল করিতেছিল তাহাতে নেক্‌পিখাইল্‌দেশের কতক লোকেরা উহার কিছু না বুঝিয়া তাহার মস্তকে আঘাত করিয়া কহিল যে তোমরা এই সকল পুস্তক আপনি লিখিয়া কহ যে ঈশ্বর ইহা করিয়াছেন।

তুরুকেরা ইহাদের মত অজ্ঞান ছিল না তথাচ অল্প দিন হইল যখন সুল্‌তান্‌সিলিম্ মুদ্রাযন্ত্র আনিয়াছিলেন তখন তাহারা জ্ঞান করিয়াছিল যে কোরান্ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিলে অতিপাপ জন্মে এবং হস্ত লিখিত ব্যতিরেকে কোরান্ শুদ্ধ নহে। অন্যং গ্রন্থ ছাপাহইতে পারিত কিন্তু তুরুকেরা দুরদৃষ্ট ক্রমে কোরান্ ব্যতিরেকে আর কোন পুস্তক পাঠ করিত না অতএব ছাপার গুণ তাহাদের মধ্যে নিস্ফল হইয়াছিল। যাহারা কোরান্ হস্তে লিখিয়া দিনপাত করিত তাহারাই ছাপার প্রতি দ্বেষ করিত।

বর্ত্তমান সুল্‌তান্ স্বদেশে অনেক সুধারা করিয়াছেন এবং ছাপাযন্ত্র স্থাপিত করিয়া ব্যবহার করিতেছেন প্রথম শিক্ষার অনেক গ্রন্থ তথায় মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে এবং তিন

চারিখান ইতিহাস ও ভূগোল বৃত্তান্ত সেই স্থানে ছাপা হইয়াছে এইক্ষণে বাদশাহের ছাপাখানা হইতে সমাচার পত্র প্রকাশ হওয়াতে ঐ মহারাজ্যের তাবৎ স্থানের লোকেরা সকল বিষয় জ্ঞাত হয় এই সমাচার পত্র দেখিয়া তুরুকদের অতি আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে। কনস্টাণ্টিনোপল্ নগর হইতে এক বন্ধুদ্বারা আমরা জ্ঞাত হইয়াছি যে এই মুদ্রাযন্ত্র দ্বারা তুরুকেরা অনেক উত্তম ফল পাইয়াছে এইক্ষণে তাহারা আলস্য না করিয়া এবং তামাক না খাইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক সমাচার পত্র পাঠ করিতে থাকে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে যে অবস্থায় ইউরোপের লোকেরা ছিল তদ্রূপ অবস্থায় প্রায় গত বৎসর ও তাহারা ছিল এইক্ষণে তুরুকেরা কনস্টাণ্টিনোপল্ নগরের বাজারে এবং ঘাটে পথে অবকাশ পাইলেই ছাপার পুস্তক দেখিতে থাকে ইতি।

ষষ্ঠ পাঠ।

আশ্চর্য্য পরিশ্রমের বিষয়।

ডুমণ্ট সাহেব ফরাসিসদের মধ্যে প্রধান সদ্বক্তার বিবরণে সীর স্যেমুএল্ রমিলির অদ্ভুত পরিশ্রমের বিষয় লিখিয়াছেন

যে রমিলি সাহেব সর্ব্বদা ধীর এবং সুন্দর ধারাবাহিক কর্ম্ম করেন আর বিশ্রাম ব্যতিরেকে ক্রমিক কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তিনি এক মিনিট্ বৃথাক্ষেপণ করেন না এবং যখন যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়েন তখন তাহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক সম্পান্ন করিয়া থাকেন আর তিনি ঘড়ী নামক যন্ত্রের কাঁটার ন্যায় বিশ্রাম করেন না ইতি ।

এই পুস্তক জ্ঞানোদয় প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল ইং
তারিখ ৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ শাল

১ সংখ্যা ।

প্রথমপাঠ ।

রুম্‌রাজ্যের বিবরণ ।

খ্রীষ্টজন্মের ৭৫৩ বৎসর পূর্ব্বে ইটালিদেশে রমিউলস্‌ ও রিমাস্‌ নামক দুই ব্যক্তি রুম্‌রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন সেই ক্ষুদ্রনগরে উদাসীন ও দাস লোকেরা প্রথমে বাস করিয়াছিল তৎপরে ঐ ক্ষুদ্র নগর প্রায় পৃথিবীর মূলাধার হইয়াছিল ।

ট্রয় নগরস্থ ইনিয়স্‌ নামক এক রাজপুত্র দ্বারা রুম্‌ নগরের সংস্থাপনকর্ত্তাদিগকে জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে এবং ট্রয় নগর পরহস্তগত হইলে কতকগুলিন লোক সমভিব্যাহারে ঐ রাজপুত্র ইটালিদেশে আসিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ের পূর্ব্বে ইটালি দেশের দক্ষিণ ভাগে গ্রীকেরা বাস করিত ।

রমিউলস্ তদ্দেশীয় লোকদিগকে তিন প্রকার জাতিতে বিভক্ত করিয়াছিলেন এবং উহার প্রত্যেক জাতিকে ত্রিশকিউরিতে বিভাগ করিয়াছিলেন আর প্রত্যেক কিইরিকে দশ জেণ্টিস্ করিয়া পৃথক্ করিয়াছিলেন ইহার মধ্যে এক শত ব্যক্তিকে বিচারাধ্যক্ষপদে মনোনীত করিয়াছিলেন তাহারদিগকে পেটরস্ অর্থাৎ পিতা বলা যাইত কিন্তু ইহারা শেষে তিন শত সংখ্যক হইয়াছিল।

রুম্ নগরের আদি লোকদের সন্তানদিগকে পেটিরিসেন্ অর্থাৎ মহৎলোক বলাযাইত এবং নূতন বিদেশবাসিদের সন্তানগণকে প্লিবিএন্ অর্থাৎ সামান্য লোক বলিত।

কিউরির মধ্যে মহৎ ও সামান্য লোকেরা একত্রিত হইয়া বিচারাধ্যক্ষেরদিগকে মনোনীত করিয়া পদে নিযুক্ত এবং দেশের ব্যবস্থা সংস্থাপণ ও রাজার কিম্বা রাজসভাস্থ লোকেরদের কোন প্রস্তাব বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিতেন।

তদ্দেশে যে পর্য্যন্ত এক রাজাধিপত্য ছিল তদবধি কোন লোকদিগের শক্তি দৃঢ় ছিলনা।

রুমের দ্বিতীয় রাজা নিউমা নানা প্রকার ধর্ম্ম ক্রিয়া এবং পুরোহিত গণের বর্গ সকল তদ্দেশে প্রচলিত করিয়াছিলেন ।

রুম্‌রাজ্যে ত্রিশ কিউরাইদের এক২ জন কিউরাই ওয়ান্‌স কিম্বা কিউরাইদের পুরোহিত ও তিনজন ফ্লামেন্‌স কিম্বা জুপিটর ও মার্ষ এবং কুইরিনস্‌ দেব তাদিগের পুরোহিত, ও তিনশত সেলেরিজ্‌ কিম্বা বলি চ্ছেদক আর কতক গুলিন ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন ঐ ভবি ষ্যদ্বক্তারা কোন লক্ষণ এবং কোন স্বপ্নের বৃত্তান্ত প্রভৃতি অনেক প্রকারে লোকদিগকে জ্ঞাত করাইতেন । আর তদ্দেশে চারিজন কুমারী ছিল তাহার মধ্যে একজন ভেস্টা নাম্নী দেবীর পুরোহিতের স্ত্রী ছিলেন তিনি যাবজ্জীবন সতিত্ব রক্ষা করিয়া দেবতার মন্দিরে চিরসঞ্চিত অগ্নি রাখিয়াছিলেন । সেলাইরা দ্বাদশ খান ঢাল রক্ষা করিতেন সেই সকল ঢাল মার্ষদেবতার মন্দিরে ঝুলান থাকিত । ফিসাএল্‌স অর্থাৎ দূতেরা এবং পণ্টিফিসেসেরা ধর্ম্ম বিষয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন । ঐ পণ্টিফিসেস্‌রা এক পাঠশালা স্থাপিত করিয়াছিলেন তাহাদের প্রধানের নাম

পণ্টিফিক্সমেক্সিমস্ এবং তাঁহারা রাজা ও কন্সল্ এবং মহারাজার ন্যায় রুমের মধ্যে অতিখ্যাতাপন্ন লোক ছিলেন।

রুম্রাজ্যে কতকগুলিন লোক ধর্ম্মাধ্যক্ষ ছিল তাহার দিগকে হেরস্পাসিস্ বলাযাইত ইহারা ছল ক্রমে কহিত যে পশুকে বলিদান করিয়া ও তাহার নাড়ীর পরীক্ষা করিয়া ভবিষ্যৎঘটনা বলিতে পারি কিন্তু নিউমা স্বীয় শাসন কালেএই সকল বলিদান বারণ করিয়াছিলেন।

নিউমা জেনস দেবতার কারণ এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার দ্বার সন্ধি সময়ে বদ্ধ থাকিত এবং যুদ্ধ কালে খোলা থাকিত।

তৎপরে টলস্হষ্টিলিয়স্ নামক একজন যোদ্ধা ঐ দেশের রাজা হইয়াছিলেন তিনি এল্বেন্ জাতির দিগকে রুম নগরের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য করিয়া ছিলেন। তদনন্তর এঙ্কস্মার্ষস্ রাজা হইয়া সমুদ্রপর্য্যন্ত রুম রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ও তাঁহার উত্তরাধিকারি টার্কুইনিয়স্ পৃস্কস্ রুম্ নগর আরও বৃদ্ধি করিয়া স্বদেশ বিভূষিত করিয়াছিলেন।

তাঁহার পরে সরভিয়স্ টলিয়স্ রাজপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি আপন দেশস্থ লোকদিগকে ধারানুসারে ছয় অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেক অংশে এক শত লোক ছিল।

তদবধি একশত সৈন্যাধ্যক্ষ দ্বারা সাধারণ অনুমতি গ্রহণকরা যাইত তাহার প্রথম অংশে ৯৮ জন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল এই নিমিত্তে সাধারণ লোকের সভার মধ্যে ৯৮ অনুমতি হইত। ষষ্ঠ অংশে কেবল দুঃখি লোকেরা এক অধ্যক্ষের অধীনে নিযুক্ত ছিল অতএব কেবল তাহাদের এক অনুমতি হইত তৎকালে একশত সৈন্যাধ্যক্ষ দ্বারা টেক্স অর্থাৎ করবিশেষ এবং যুদ্ধার্থে দ্রব্য সকল সংগ্রহ হইত এবং দেশের সৈন্য ও ধন বৃদ্ধির অনুসারে ঐ প্রথম অংশেরলোকেরা অধিক ব্যয়করিত।

তৎপরে অহঙ্কারি টার্কুইন্ রাজা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার এক পুত্র দ্বারা লিউক্রিসিয়া নামিকা এক কুলীনা স্ত্রীর সতিত্ব নষ্ট হইয়াছিল তন্নিমিত্ত দেশস্থ লোকদিগের ক্রোধ উৎপন্ন হওয়াতে তিনি পদচ্যুত হইয়া দেশ হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন তদ

বধি খ্রীষ্টজন্মের ৫০৯ বৎসর পূর্ব্বে রুম্ নগরের এক রাজাপ্রভুত্ব রহিত হইয়াছিল।

বিচারকর্ত্তা ও সামান্য লোকদ্বারা প্রথম পাঁচজন পরে দুইজন শাষনকর্ত্তাদিগকে নিযুক্ত করা গিয়াছিল।

তৎপরে রুম নগর রাজপ্রতিনিধি দ্বারা শাসন হইত এবং দুই জন প্রধান বিচারাধ্যক্ষ সামান্য লোক ও বিচার কর্ত্তাদিগের দ্বারা প্রতিবৎসর নিযুক্ত হইত আর তাহারা রাজার ন্যায় পরাক্রমপ্রাপ্ত হইতেন।

প্রত্যেক রাজ প্রতিনিধির নিকটে দ্বাদশ জন লিক্টর অর্থাৎ প্রহরী নিযুক্ত থাকিত তাহাদিগের প্রত্যেকের হস্তে সলাকা ও কুঠার থাকিত যাহারা অল্পদোষী হইত তাহারদিগকে সলাকা প্রহার করা যাইত এবং যাহারা গুরুতর দোষী তাহারদিগকে ঐ কুঠারাঘাত করা যাইত।

মহৎলোকদিগের সহিত ও প্লিবিয়ন্দিগের অত্যন্ত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল ঐ বিরোধ অনেক দিবস পর্য্যন্ত ছিল খ্রীষ্টজন্মের ৪৮৩ বৎসর পূর্ব্বে প্লিবিয় নেরা আপন দল হইতে প্রধান বিচারকর্ত্তা মনোনীত

করিয়া ঐ বিরোধ শেষ করিয়াছিল । ইহারদিগকে ট্রিবিউন্ বলা যাইত তাহারা প্রথমে পাঁচ জন তৎপরে দশজন হইয়াছিল । সামান্য লোকদিগকে একত্র করিবার পরাক্রম তাহাদিগের ছিল এবং বিচারকর্ত্তা দিগের কিম্বা রাজপ্রতিনিধিগণের কোন আজ্ঞা লঙ্ঘন কিম্বা স্থকিত করিতে তাহারা পারিত ।

মহৎলোকদিগের সহিত সামান্য লোকদিগের পরস্পর বিরোধের প্রধান কারণ এই যে মহৎলোকেরা প্রধান বিচারকর্ত্তার তাবৎ কর্ম্ম আপন অধীন করিয়াছিলেন আর তাঁহারা বলাপহৃত ভূমি অধিকার করিয়াছিলেন এবং দুঃখি দলস্থ লোক মধ্যে যাহারা মহাজন গণের ন্যায় কর দিতে নাপারিত তাহারদিগকে দাস করিবার শক্তি তাহাদের ছিল এবং মহৎলোকদিগের সহিত প্লিবিয়নেরদের বিবাহ হইবার নিষেধ ছিল । পরে কাল ক্রমে ধনিপ্লিবিয়নেরাও রাজপ্রতিনিধি পদপ্রাপ্ত হইল অপর তদ্দেশে ভূমি সকল সমানাংশে বিভক্তহইয়াছিল ও রুম্‌নগরস্থ কোন লোক দাসত্ব স্বীকার করিত না এবং মহৎ লোকদিগের সহিত প্লিবিয়ন্‌দিগের বিবাহপ্রচলিত হইয়াছিল ।

খ্রীষ্টজন্মের ৪৫৩ বৎসরের পূর্ব্বে রুম্ নগরে পূর্ব্ব লিখিত ব্যবস্থা দ্বারা শাসিত না হওয়াতে কতক গুলিন ব্যবস্থা প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে দশজন লোক নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারদিগকে ডিসেম্ভির বলাযাইত। তাহারা যেং ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাকে দ্বাদশ টেবল্‌স বলাযাইত। তদনন্তর ডিসেম্ভিরইরা প্রধান বিচারকর্ত্তার শক্তি বলক্রমে লওয়াতে এবং অন্যং সকল মন্দ কর্ম্মে দোষী হওয়াতে পদচ্যুত হইল কিন্তু ঐ সকল ব্যবস্থা বলবতী রহিল।

এই সকল আত্মবিরোধ নিরস্ত হইলে পর রোমানেরা ইটালিদেশস্থ তাবৎপ্রদেশ খ্রীষ্টজন্মের ২৭৯ বৎসর পূর্ব্বে স্বাধীন করিয়াছিল।

তদনন্তর রোমানেরা কার্থেজিনিয়ন্‌দের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল ঐ যুদ্ধকে পিউনিক্ যুদ্ধ বলাযাইত এবং তাহা তিনবার হইয়াছিল। প্রথম যুদ্ধে হেনিবল্ নামক তাহাদের সেনাপতি ইটালিদেশে প্রবেশ করিয়া তাহার অনেকঅংশ বহুকাল পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইয়াছিল কিন্তু এফ্রিকাদেশস্থ কার্থেজ্ নগর আক্রমণ করণার্থে

রোমানদের দ্বারা প্রেরিত সিপিওকে বাধাদিবার নিমিত্তে হেনিবাল পুনর্ব্বার স্বদেশে আসিয়াছিলেন । জামার দেশের যুদ্ধে হেনিবল্ পরাভূত হইয়াছিলেন এবং কার্থেজিনিয়নেরা সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিল । তৃতীয় যুদ্ধে খ্রীষ্টজন্মের ১৪৭ বৎসর পূর্ব্বে রোমানেরা কার্থেজ্নগর অধিকারকরিয়া একেবারে নষ্ট করিয়াছিল ।

প্রায় ৭০ বৎসর রুম নগর স্থাপনের পূর্ব্বে টায়ার নগরস্থ লোকেরা এফ্রিকাতিরস্থ কারথেজ রাজ্যে বসতি করিয়াছিল । প্রথমত তথায় প্রজাপ্রভুত্ব ছিল এবং একবৎসরান্তে বিচারকর্ত্তা ও প্রধান বিচারকর্ত্তা স্থির করা যাইত । রুম্ রাজ্যের সহিত যুদ্ধ কালীন ঐ নগর ধন ও পরাক্রম বাণিজ্য হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল ।

এই সকল পিউনিক্ যুদ্ধকালে রুম্ নগরবাসিরা গাল্ ও স্পেইন্ ও ইলিরিয়া ও মেসিডন্ এবং গ্রীস্ এই সকল রাজ্যের অনেক২ অংশ স্বীয়াধিকারের সহিতযোগ করিয়াছিল্ এবং তাহারা ১০০ বৎসর পরে উত্তরদিকে ব্রীটন্ উপদ্বীপ পর্য্যন্ত ও দক্ষিণদিকে নিউমিডিয়া এবং ইজিপ্ট দেশ পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বদিকে পারস্ দেশেরসীমা

পর্য্যন্ত রুম রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিল এই প্রকারে রোমা নেরা পৃথিবীর উত্তম২ দেশের অধিকারী হইয়াছিল।

ইতোমধ্যে মান্যমান লোকদিগের সহিত স্বদেশে সর্ব্ব প্রিয় লোকদিগের পরাক্রমের নিমিত্তে বিরোধ হওয়াতে রুমনগর উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল। মেরিয়স ও সিলা এই দুই ব্যক্তির সহিত প্রথম বিবাদ হইয়াছিল কিন্তু জুলিয়সিজর ও পম্পি এই উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত বিরোধ হইয়াছিল। পম্পি ফার্সিলিয়াদেশে পরাভব হই য়া ইজিপট দেশে পলায়ন করিয়াছিলেন তথায় তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে সিজর শত্রু হইতে মুক্ত হইলেন। সিজ রের প্রত্যাগমনেতে লোকেরা তাঁহাকে রাজপ্রতিনিধি পদে মনোনীত করিল এবং ইম্পিরেটর উপাধি দিয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবন পর্য্যন্ত একাধিপতি করিয়াছিল।

স্বদেশে কিম্বা বিদেশে বিবাদ সময়ে কোন আপদ নিকটীভূত হইলে লোকেরা একজনকে একাধিপতিত্বে নিযুক্ত করিত ও তিনি যুদ্ধ বা সন্ধি সময়ে স্বেচ্ছাধিন পরাক্রম পাইতেন।

সিজর যে মত বিদ্যায় খ্যাত তদ্রূপ যুদ্ধ শক্তিতেও

বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সদ্বংশ ও সদ্গুণহেতুক রোমানদের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিমান্ ছিলেন এবং ইসপাইন দেশের প্রিটর ও কনসল কর্ম্ম করিয়াছিলেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া তিনি গাল্‌দেশ জয় করিয়াছিলেন এবং ব্রীটন্ উপদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি গাল্‌দেশে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহার বিত্তান্ত তিনি বিশেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন এবং রুম্ নগরে পত্যাগমন করিয়া পঞ্জিকা শোধন ও স্বদেশবিভূষিত করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টজন্মের ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলিন রোমানেরা কেসিয়স্ ও ব্রটসের সহায়তাতে সিজর রাজা হইবার নিমিত্তে চেষ্টা করিতেছেন ইহা বোধ করিয়া বিচারালয়ে তাঁহাকে বধ করিয়াছিল।

রোমানেরা সিজরের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল এবং সিজরকে যাহারা বধ করিয়াছিল তাহাদের প্রতিফল দিবার নিমিত্তে তাঁহার বন্ধু মার্কেন্টনি ও তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র অক্টেভিয়স্ এই উভয়ের সহিত লোকেরা যোগ করিয়াছিলেন।

ঐ দুই ব্যক্তি লেপিডস্‌কে সমভিব্যাহারী করিয়া ট্রুয়েম্বরেট্‌ অর্থাৎ তিন জনের দ্বারা রাজশাসন মত স্থাপণ করিলেন এবং সিজরের বধকারীদিগের বিপক্ষে সৈন্য প্রেরণ করিয়া ফিলিপাই নামক স্থানে তাহার দিগকে পরাভূত করিয়াছিল। ঐ প্রধান২ বধকারিরা তদ্‌যুদ্ধে কিম্বা তদনন্তর আত্মঘাতী হইয়াছিল।

লেপিডসের শক্তি শীঘ্র হ্রাস হওয়াতে এণ্টনি ও আক্‌টেভিয়স্‌ এই উভয় ব্যক্তি পরাক্রমেচ্ছায় যুদ্ধ করিয়াছিল তাহাতে এণ্টনি একসিয়মতীরে এক জাহাজের উপর যুদ্ধ করিয়া পরাভব হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি আত্মঘাতী হইয়াছিলেন।

রুম্‌নগরস্থ তাবৎ প্রধান২ লোকেরা যুদ্ধে কিম্বা ঐ তিনজনের মত অব্যবহার্য্য করণেতেই বাহউক বধ হওয়াতে এমত একজন ও রহিল না যে অক্‌টেভিয়সের প্রাধান্য নাশ করে তিনি বিচারকর্ত্তাদের আজ্ঞানুসারে ট্রিবিউন্‌ এবং রাজপ্রতিনিধির শক্তি যাবজ্জীবনপর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন ও খ্রীষ্টজন্মের ২৯ বৎসর পূর্ব্বে অগষ্টস্‌ এবং ইম্পিরেটর উপাধি তাহাকে দেওয়া গিঁয়াছিল।

আগষ্টসের সুস্থির পূর্ব্বক রাজশাষন করিতে পারগতা

ছিল এবং অনেক২ বৃহৎজয়ের পর দেশেতে যে প্রকার সুখের পরিবর্ত্ত হইত তাহাতেই তদ্দেশীয় লোকেরা আহ্লাদিত থাকিত। তদ্দেশে কতকদিনপর্য্যন্ত সাধারণ রাজ্যছিল পরে এক রাজ্যাধীন হইল ঐ নগরের রাজাকে কাইসর কিম্বা মহারাজ বলা যাইত।

এই সকল গৃহবিচ্ছেদ হওনকালে তদ্দেশে অনেক২ খ্যাতাপন্ন লোক জন্মিয়াছিল তাহার মধ্যে কেটো নামক এক ব্যক্তি সাধারণ লোকের মধ্যে অতিবিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং তৎকালে সিসিরো জ্ঞানে ও রাজ নিতি বিদ্যায় এবং সদ্বক্তৃতাতে মান্য ছিলেন। আগস্টস্ রাজার রাজশাসনকালে অনেক বিদ্বান লোক জন্মিয়া ছিল যথা ইনিএড্ পুস্তকের গ্রন্থকর্ত্তা ভর্জিল্ ওডস্ এবং সেটর্স গ্রন্থ সকলের কর্ত্তা হোরেস্ এবং মেটামোর্ফসেস্ ও অন্য২ গ্রন্থ সকলের কর্ত্তা ওভিড্। এই সময়াবধি এই একটাকথা প্রচলিত আছে যেযেকালে কোন জাতির বিদ্যার কোন প্রাদুর্ভার হয় সেই কালকে আগস্টান এজ বলাযায়।

রুম নগর স্থাপনের ৭৫৪ বৎসর পরে এবং আগস্টস্ রাজা ৩০ বৎসর রাজ্য শাসন করিলে পর খ্রীষ্টের শুভজন্ম হইবাতে আরও আগস্টের রাজশাসন সুখ্যাতি পাইয়াছিল।

আগস্টস্সিজর ৪৪ বৎসর রাজ্য করিয়া ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে রোমানেরা অতিক্ষেদাপন্ন হইয়া তাঁহাকে দেবতা স্বরূপে মান্যমান করিয়াছিল।

তাঁহার পক্ষান্তরীয় পুত্র টাইবিরিয়স্ তদনন্তর রাজা হইয়াছিলেন তিনি অত্যন্ত শরীর পরিতোষক এবং নির্দ্দয় ছিলেন। তিনি ২৭ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন।

টাইবিরিয়স ১৮ বৎসর রাজ্য করিলে পর জেরুজেলেম নগরে ইশুখ্রীষ্ট হত হইয়াছিলেন।

টাইবিরিয়সের ভ্রাতার জ্যেষ্ঠপুত্র কেয়স্কালিগিউলা চারিবৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন আর মাৎসর্য্যপুযুক্ত আপন ঘোটককে রাজপ্রতিনিধি করিয়া

তাহাকে টাকাভক্ষণ করাইতেন এবং তিনি খুন হইয়াছিলেন ।

প্রিটোরিয়ন্ নামক প্রহরিদেরদ্বারা তাঁহার পিতৃব্য ক্লডিয়স্ তদনন্তর রাজ্যাধিকারী হইয়া ব্রিটেনরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু ঐ রাজ্য জয় করিবার ভার তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে দিয়াছিলেন, পরে সেই সৈন্যাধ্যক্ষেরা দক্ষিণ ওএল্সের রাজা কেরেক্টস্‌কে যুদ্ধে বন্দি করিয়া রুম্‌নগরে প্রেরণ করিয়াছিল ।

রুম্ নগরে দশসহস্র লোক প্রিটোরিয়ন্ দলে ছিল তাহারা এক প্রিটরের আজ্ঞাধীনছিল ঐ প্রিটর সামান্য একজন রাজপ্রতিনিধি অবশেষে মহারাজ উপাধি পাইয়াছিলেন । ইটালির চতুর্দ্দিকস্থ অংশে আগস্টস্ তাহারদিগকে স্থাপিত করিয়াছিলেন বটে কিন্তু টাইবিরিয়স্ পুনর্ব্বার তাহারদিগকে রুম্‌নগরে আনাইয়া এক দৃঢ়তর দুর্গে রাখিয়াছিলেন । ঐ দুর্গস্থেরা রুম্‌নগরস্থ অস্ত্ররহিত ও ভীত ব্যক্তিদিগকে তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিতে অপারগ দেখিয়া মহারাজারদিগকে মনোনীত করিবার শক্তি আপনারা লইয়াছিল ।

এগ্রিপাইনা নামিকা স্ত্রী পূর্ব্ব স্বামির ঔরসপুত্র ডোমিসিয়স্ নিরোকে রাজা করণেচ্ছায় বর্ত্তমান ক্লডিয়স নামক আত্মস্বামিকে বিষপান করাইয়া বধ করিয়াছিলেন । ঐ নিরো আত্মমাতা ও ভ্রাতা এবং গুরুকে হত্যা আর রুম্ নগর দাহার্থে অগ্নি প্রদান ইত্যাদিমন্দ কর্ম্ম করিয়াছিলেন এই প্রকার নানা পাপে তিনি লোক কর্তৃক ঘৃণিত হইয়াছিলেন । বিচারকর্ত্তারা তাঁহাকে সাধারণ শত্রু কহিয়া তাঁহার বধ উপযুক্ত ইহা স্থির করিলেন কিন্তু তিনি তাঁহাদের হস্তে মরণ অস্বীকার করণে খ্রীষ্টজন্মের ৫৮ বৎসর পরে আত্মঘাতি হইয়াছিলেন ।

বিচারকর্ত্তারা গ্যাল্বাকে রাজা করিয়াছিলেন কিন্তু অত্যল্পদিন পরে তাহাকে প্রিটোরিয়নেরা বধ করিয়া তথায় ওথোকে রাজা করিয়াছিলেন । জর্ম্মণি দেশের সৈন্যেরা তাঁহাদের সৈন্যাধ্যক্ষ ভেটেলিয়স্কে রাজা করিয়াছিল এবং তাহার সহিত ওথো যুদ্ধে পরাভব হওয়াতে আত্মঘাতী হইয়াছিলেন । ভেটেলিয়স্ ও ভেস্পেসিয়নের নিকটে অধীন হইবাতে কাটা পড়িয়াছিলেন এই পূর্ব্বোক্ত তিন রাজা কেবল ১৮ মাস রাজ্য করিয়াছিলেন ।

ভেস্পেসিয়ন্ রাজাহইয়া ৯ বৎসর পর্য্যন্ত উপযুক্ত রূপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাহার পরে তৎপুত্র টাইটস্ ধার্ম্মিক রাজা হইয়াছিলেন তিনি মনুষ্যের আহ্লাদ এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়া খ্রীষ্ট জন্মের ১৮ বৎসর পরে দুইবৎসর রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

ডোমিসিয়ন্ পূর্ব্ব রাজগণাপেক্ষায় নিষ্ঠুরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি ১৫ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া হত হইয়াছিলেন।

কথিত আছে যে তাঁহার রাজ্য শাসন কালে এগ্রিকোলা নামক সৈন্যাধ্যক্ষদ্বারা ব্রিটন্ দেশ প্রথমে রোমানেরদের যথার্থ অধীন হইয়াছিল।

ডোমিসিয়ন্ রাজার মরণের প্রায় ১০০ বৎসর পরে রূম্ নগর এবং পৃথিবীর অন্য ২ সভ্যলোকস্থিত স্থান কতক গুলিন রাজ গণের দ্বারা শাসিত হইয়াছিল তাহাদিগের গুণ এবং ধর্ম্ম প্রযুক্ত তাহাদিগকে উত্তম রাজগণ বলাযাইত।

ইহার প্রথম রাজা নরভা বিচার কর্ত্তাদিগের দ্বারা রাজপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি ট্রাজন্‌কে আত্ম সম ভিব্যাহারী করিয়াছিলেন ঐ ট্রাজন্ জর্মণিদেশে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াছি লন । নরভা কিঞ্চিদধিক এক বৎসররাজ্যশাসন করিয়াছিলেনকিন্তু ট্রাজান ১৯ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন তৎশাসন সময়ে রুমের বহির্ভাগে যুদ্ধগৌরব ও স্বদেশমধ্যে সৌভাগ্য হইয়াছিল ।

পরে তাঁহার কুটুম্ব হেড্রিয়ান্ একজন উপযুক্ত রাজা হইয়াছিলেন তিনি উত্তম বিদ্যা সকল এবং বিশেষতঃ গৃহাদি নির্মাণ বিদ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ।

তিনি এণ্টোনিয়স্‌কে পোষ্য পুত্র করিয়াছিলেন ঐ পোষ্যপুত্র পাইয়স্ উপাধি পাইয়া তৎপরে রাজা হইয়া ২৩ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন কিন্তু তৎকালে কোন যুদ্ধ হয় নাই ।

মার্কস্ এণ্টোনিয়স্ নামক এক পণ্ডিত তৎপরে রাজা হইয়াছিলেন ইহাঁর শাসন কালে পার্থিয়নেরা পূর্ব্বদিকের এবং জর্ম্মেনেরা উত্তরদিকের সন্মুখস্থ তাবৎ দেশের সুখ বিনষ্ট করিত কিন্তু ঐ রাজা প্রবল হইয়া

তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া খ্রীষ্টজন্মের ১৮০ বৎসর পরে পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রুমীয় কুলিনেরা সুখাভিলাসী ও স্ত্রীলোক বৎ হওনে এবং রাজগণের পাপে ও সৈন্যদিগের স্বেচ্ছায় রাজা হওনে আর জর্ম্মণি ও অসভ্য জাতিরা সৈন্য হওনে এবং নানা প্রকার অসভ্যতা বৃদ্ধিতে ও অহঙ্কারেতে রাজপ্রতিনিধির শাসনাবধি রাজ শাসন পর্য্যন্ত রুম নগরের যেং প্রাধান্য হইয়াছিল তাহা এণ্টোনাইন দিগের শাসনের পর ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল।

রুমনগরে রাজ্যশাসনের এই প্রকার পরিবর্ত্ত হইয়াছিল প্রথম রাজশাসন পরে রাজপ্রতিনিধি শাসন ও তৎপরে মহারাজ শাসন এই সকল বিবরণ ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে। রোমান্দের ধর্ম্ম প্রায় গ্রীক্দের ন্যায়ছিল এবং ঐ উভয়ের দেবার্চ্চাও সমান ছিল পূর্ব্বে রোমানদের রীতি ও ব্যবহার সকল সুন্দর ছিল। স্পার্টন্দের মত রোমানদের শিক্ষা হইত এবং ঐ উভয়ের সৈন্য গণকে সর্ব্বপ্রিয় এবং সহ্যকরণ শক্তি

ষন্ত করিতে লোকেরা অত্যন্ত বাঞ্ছিতছিল। তদ্দেশে পিতা মাতারা এবং বিশেষতঃ মাতারা সন্তানেরদিগকে বাটিতে শিক্ষা দিতেন ইহাতে গ্রীক্দের অপেক্ষায় রোমানদের স্ত্রীলোকেরা মান্য হইত। ঐ বালকদের বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে তাহারদিগকে প্রত্যহ বলজনক ক্রীড়া শিক্ষা করিতে হইত ও যুবা ব্যক্তিরা সভায় ও বিচার স্থানে যাইত। যখন রোমানেরা অন্যদেশ জয়করিয়া লুটিত দ্রব্যদ্বারা স্বদেশকে ধনী করিত তখন রুম্ রাজ্যে সুখের ও নিষ্কর্ম্মের প্রাচুর্য্য হইত ও ধনিব্যক্তিরা অপকর্ম্মে ব্যয় করিয়া ধননাশ করিত এবং দুঃখি ব্যক্তিরা ভক্ষণ ও অন্য২ সুখ ইচ্ছা করিত।

সাধারণ লোকেরদিগকে আমোদকরণ জন্য ধনী ও বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরা এক স্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায়সং করিয়া ধনব্যায় করিত। রোমানদিগের প্রিয় সংসার কস্ নামক স্থানে হইত তথায় পাইকেরা কিম্বা পুরস্কার প্রাপ্ত যোদ্ধারা বন্যজন্তুর সহিত কিম্বা আপনারদের সহিত ক্রীড়া করিত ঐ সকল ক্রীড়াতে অনেকের প্রাণনষ্ট হইত তথাপি লোকেরা পরস্পর যত রক্তপাত করিত ততই আহ্লাদিত হইত। এইপ্রকার অনেক ক্রীড়া

গৃহের মূলভাগ অদ্যাবধি আছে বিশেষতঃ রুম্‌দেশে ভস্পেসন্‌কৃত কলিসিয়ম্‌ নামক একটা বৃহৎ নৃত্যাগার আছে তাহাতে প্রায় অশীতি সহস্র দর্শক লোক বসিতে পারে ঐ বাটী দেবতাদিগকে উৎসর্গ করিয়া দিবার সময়ে পৃথিবীস্থ নানা অংশ হইতে হস্তী ও সিংহ ও ব্যাঘ্র এবং পক্ষি বিশেষ আনিয়া পঞ্চসহস্র বন্যজন্তু বলিদান করা গিয়াছিল ৷

খ্রীষ্টজন্মের ১৪৭ বৎসর পূর্ব্বে কিম্বা গ্রীস্‌দেশ জয়হওনের পরে রোমানেরা বিদ্যাচর্চ্চা করিতে অত্যল্পমনোযোগ করিয়াছিল এনিয়স নামক একজনগ্রন্থকর্ত্তার গ্রন্থ আগষ্টস্‌ রাজার সময় পর্য্যন্ত প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল ৷ উত্তমং কবিরা আগষ্টস্‌ রাজার শাসন কালে জন্মিয়াছিলেন এবং সেলষ্ট ও লিভি এই দুই ইতিহাসবক্তারা পুস্তক সকল প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং প্রাচিনকালে সর্ব্বাপেক্ষায় সুবক্তা শিসিরো ট্রায়ম্বরদের দ্বারা হত হইয়াছিলেন ৷ আগষ্টসের শাসনাবধি এণ্টোনাইনদের শাসন পর্য্যন্ত রুম্‌নগরে কোন কবিতা রচিত হয় নাই তথাচ অনেকং বিখ্যাত কবিরা জন্মিয়াছিলেন যথা লিউকন্‌ এবং এসটিসিয়স্‌ নামক কবি ও সেনেকা

নামক ট্রাজিক কবি ও জুভিলন্ নামক সাটারিষ্ট কবি এবং মার্ষল্ নামক ইপিগ্রামেটিষ্ট কবি। তৎকালে লোকেরা ইতিহাস ও ফিলাসফী অত্যন্ত শিক্ষা করিত আর টাসিটস ও সিউটোনিয়স্ ও কোইণ্টস্কর্সস্ ও এরিথন্ এবং জষ্টন্ নামক অতিবিখ্যাত বিবরণবক্তারা সেই সময়ে জন্মিয়াছিলেন এবং খ্যাত পণ্ডিতেরা ছোট ও বড় দুই প্লিনি এবং মহারাজ এণ্টোনিয়স্ আপনি তৎসময়ে ছিলেন।

দ্বিতীয় এণ্টোনিয়সের পুত্র কমোডস্ আপন পিতার মরণের পর রাজা হইয়াছিলেন। মল্লের বিদ্যা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে তাঁহার অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল। তিনি প্রিটোরিয়ন্দের অসীম শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহারদিগের আশ্রয় পাইয়া তিনি আপন প্রজা মধ্যস্থ জ্ঞানী ও কুলীন ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিয়াছিলেন। পরে তিনি আপন দাসকর্তৃক হত হইয়াছিলেন।

রুমনগরের শাসনকর্ত্তা হেল্ভিসিয়স্পারটিনেক্স রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু প্রায় ৮৫ দিবস শাসন

করিয়া রাজরক্ষক প্রহরির দ্বারা কাটা পড়িয়াছিলেন। পরে তাহারা ঐ দেশ বিক্রয়ার্থে লোকদিগকে আহ্বান করিতে লাগিল এবং ডিডিয়স্‌জুলিয়স্‌ নামক একজন বিচারকর্ত্তাকে সেইদেশ বিক্রয় করিয়াছিল।

দেশস্থ তাবৎ সৈন্যেরা রাজা করিবার কর্তৃত্বাধি কারীপদ প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং অনেক২ রাজ্য প্রার্থক আসিয়াছিল বটে কিন্তু তন্মধ্যে পানোনিয়ন্‌ সৈন্যগণের সেনাপতি সেপ্‌টিমিয়স্‌ সেভেরস্‌ রাজা হইয়াছিলেন।

সেভেরস্‌ পারগ ও যাথার্থিক রাজা হইয়াও অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টজন্মের ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে আপন রাজ্যে সুরীতি এবং সুখসংস্থাপন করিয়া খ্রীষ্টজন্মের ২১১ পরে আপন সন্তানকে রাজ্য ভার দিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

কেরাকেলা আপন ভ্রাতা জিটাকে বধ করিয়াছিলেন তাঁহার ছয় বৎসর শাসনসময়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হইয়াছিল পরে তিনি হত হইয়াছিলেন।

সৈন্যগণের দ্বারা রাজা মনোনীত করণ এবং ও নিমিত্তে তাহাদিগের মধ্যেপরস্পর বিবাদ হেতুক রাজ্যে অত্যন্ত গোলোযোগ হইয়াছিল । ১৮ জন রাজা বৎসর পর্য্যন্ত ক্রমাগত রাজ্য করিয়াছিলেন ।

খ্রীষ্টজন্মের ২৬০ বৎসর পরে যখন গেলাইতেরা নামমাত্র রাজাছিলেন সেই সময়ে এতলোক রাজ প্রার্থক ছিল যে সে সময়কে ৩০ জন দস্যুর সময় ব যাইত এবং তাহাদিগের সময়ের টাকা অদ্যাবধি দৃ আছে ।

ডাল্‌মিসিয়ণ জাতীয় ডাইওক্লিসন্ নামক এক শক্তিমান্ ও গুণী রাজপুত্র এই সকল বিরোধ নিবার করিয়াছিলেন । তিনি মেক্‌সামিন্‌কে রাজসমভিব্যাহ রী করিয়াছিলেন ও কনষ্টাণ্টাইন্ এবং গেলিবিয়স্‌কে সিজর্স কিম্বা ক্ষুদ্র২ রাজার ন্যায় করিয়া রাখিয়া ছিলেন এবং ইহার প্রত্যেককে রাজ্যের এক২ অংশ প্রদান করিয়াছিলেন ।

খ্রীষ্টজন্মের ৩৬০ বৎসর পরে ডাইওক্লিসিয়ন্ এবং মাক্‌সমিন্ ইহারদিগের পদচ্যুত হওয়াতে আত্মবিরোধ

ৎপন্ন হইয়াছিল তাহা কনষ্টান্সিয়সের পুত্র কনষ্টাণ্টা নের রাজসিংহাসনারোহণে শেষ হইয়াছিল।

মহদুপাধি বিশিষ্ট কনষ্টাণ্টাইন্ দুই বিষয়ের া পুরাতন কালের অবস্থা সমুদায় পরিবর্ত্ত করাতে ত্যন্ত খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন তিনি বসফরসের রে স্বকৃত রাজ্যে রূম্ নগর স্থানান্তর করিয়া কনষ্টা টিনপোল নাম দিয়াছিলেন। তিনি খ্রিষ্টিয়ান ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন এবং খ্রিষ্ট জন্মের ৩১১ বৎসর পর্য্যন্ত রূম্ নগরস্থ তাবৎ লোক ঐ ধর্ম্মাক্রান্ত ইয়াছিল।

প্রাচীন বাইজানসিয়ম নামক নগরের নিকটে কনষ্টাণ্টিনপোল্ নগর পত্তন হইয়াছিল। ইউরোপের পূর্ব্ব অঞ্চলে এইদেশ স্থাপিত হওয়াতে আসিয়ার প্রদেশ সকল ও ড়েনিউব নদীর উত্তরস্থ অসভ্য লোকদিগকে অধীন করিতে সুগম হইয়াছিল। অদ্যাবধিও এই নগর বহু প্রজ এবং তুরুক রাজ্যের রাজধানি রূপে খ্যাত আছে।

কনষ্টাণ্টাইন্ আপন তিন পুত্র ও দুই ভ্রাতৃ পুত্র

দিগকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। জ্য
তাঁহার দুই পুত্রের এবং দুই ভ্রাতৃপুত্রের মৃত্যু হওয়াতে নী
তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কনষ্টান্সিয়স্ একাকী রাজ্য শা ল
করিতে লাগিলেন। ত

তৎপরে জুলিয়ন্ রাজা হইয়া মিথ্যাধর্ম্মের প্রা য়
চেষ্টাকরিবাতে এপ্‌ষ্টেট্ উপাধি পাইয়াছিলেন। এই
জন্মের ৩৬৩ বৎসর পরে তিনি পর্সিয়ানদের স পিত
যুদ্ধ করিতে হত হইলেন। তদনন্তর তাঁহার সৈন্যা
ধ্যক্ষ জভিয়ন সৈন্যদিগের দ্বারা রাজপদাভিষিক্ত হই
য়াছিলেন।

পরে ভেল্‌টিনিয়ন্ রাজ্যাধিকারী হইয়া আপন
ভ্রাতা ভেলেনস্‌কে রাজ্য শাসনকরণের অংশ দিয়া
ছিলেন এবং তিনি পশ্চিম অঞ্চলের তাবৎ প্রদেশ অ
কার করিয়া জর্ম্মেন্ জাতিরদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণ
করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বদিকে ভেলেন্স হন্স জাতিরদ্বারা তাড়িত হইয়া
পশ্চিমদিকস্থ গথজাতিদিগকে ডেনিউব্ নদী পারস্থিত
থ্রেস্ নামক স্থানে বসতি করিতে দিলেন। পূর্ব্বদিকস্থ
গথেরা অনুমতি নাপাওয়াতে ঐ নদী পার হইয়া

...ষানদের সহিত যুদ্ধ করিল তাহাতে তাহাদের মহা ...জ ব... হইল।

ইউরোপের প্রথম উত্তরাংশ বাসি লোকেরা এইং ...। গাল্স ও জর্ম্মেন্স ও ব্রীটন্স এবং ইস্কাণ্ডিনেভি জাতিরা তাবতেই সেল্টিক্ বংশ ছিল।

ভেলেণ্টিনিয়নের পুত্র গ্রেসিয়ন্ আপন পিতার ...নিন্তর পশ্চিমাংশ শাসন করিতে লাগিলেন এবং থিওডোসিয়স্ নামক আপন ভ্রাতাকে পূর্ব্বাংশের শাসনাংশী করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় ভেলেণ্টিনিয়নের মরণানন্তর গ্রেসিয়নের কনিষ্ঠভ্রাতা থিওডোসিয়স্ একাকী রাজা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পর দুই অংশের এককালে শাসন কেহই করে নাই। তিনি অসভ্য গ...র দৌরাত্ম্যে বাধা দেওনে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ও রুমরাজ্যের সততা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্ট জন্মের ৩৯৫ বৎসর পরে ১৮ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

থিওডোসিয়সের দুইপুত্র ছিল তাহার মধ্যে আর্কেডিয়স্ পূর্ব্ব অঞ্চলে এবং হনোরিয়স্ পশ্চিমাংশে শাসন্ করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টজন্মের ৪০৯ বৎসর পরে এলেরিকের আ ধীনে ভিসিগথেরা হনোরিয়সের শাসন কালে ইটা দেশে প্রবেশ করিয়া রুমনগর স্বাধীন করিয়াছি তাহাদিগের রাজার মৃত্যুরপর তাহারা এল্পস পর্ব্ব অতিক্রম করিয়া গাল্‌দেশে উত্তীর্ণ হইল এবং তথ রোণ নদী ও লইর নদী এবং পাইরিনিজ্‌ পর্ব্বত ই সকলের মধ্যে দক্ষিণাংশে একরাজ্য সংস্থাতি করিয়াছিল। এবং তন্মধ্যস্থ কতক লোক পাইরিনিজ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইস্পাইন্‌দেশে এক রাজ স্থাপন করিয়াছিল।

এই পুস্তক জ্ঞানোদয় প্রেষে মুদ্রিত হইল।
ইং জানেওয়ারি ১৮৩৩ সাল।